দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 MAY 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

121

প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য কক্সবাজারে পরীক্ষা হয়নি

# শান্তিপূর্ণভাবে এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত ॥ ৪৬৪ বহিষ্কৃত

স্টাফ রিপোর্টার। মঙ্গলবার শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। ধর্মঘটের কারণে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের একটা বড় অংশ এ দিনও পরীক্ষা কেন্দ্রে যাননি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কক্সবাজারে কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। মঙ্গলবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে ৪৬৪ জন। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১৭১ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ১২১ জন, যশোর বোর্ডে ২৩ জন এবং রাজশাহী বোর্ডে ১৪৯ জন বহিষ্কৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কম্পিউটারের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণেও ছাত্রছাত্রীদের ঝামেলা কম হয়েছে। তবে ধর্মঘটকৃত শিক্ষকদের মতে, দেশের কোথাও কোথাও গণটোকাটুকি হয়েছে ব্যাপকভাবে। পরীক্ষক হিসাবে

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

## এসএসসি পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের অনুপস্থিতিই এর কারণ বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় দিনেও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

অসদুপায় অবলম্বনের অপরাধে ঢাকা বোর্ডে সর্বমোট ১৭১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মানিকগঞ্জে ২৮ জন, নেত্রকোনায় ২৪ জন, ময়মনসিংহে ২০ জন, জামালপুরে ১৫ জন, মাদারীপুরে ১১ জন, কিশোরগঞ্জে ১১ জন এবং নরসিংদীতে ১৫ জন বহিষ্কৃত হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় সর্বমোট ৬০ জনকে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া এ জেলায় মোট ৪৯ জন পরীক্ষার্থী গতকাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। এরা অনুপস্থিত ছিল।

রাজশাহী বোর্ডে ১৪৯ জন বহিষ্কৃত হওয়ার পাশাপাশি ১৭৫ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এ বোর্ডে সবচেয়ে বেশি বহিষ্কৃত হয়েছে দিনাজপুর জেলায় ৬৮ জন। অন্যান্য জেলার মধ্যে বগুড়ায় ১৪, রংপুরে ১৩, ঠাকুরগাঁও-এ ১৬ ও কুড়িগ্রামে ৯ জন বহিষ্কৃত হয়েছে।

বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের পরীক্ষা বর্জনের ফলে সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীরা পরীক্ষা গ্রহণ করছে। এ দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি জানিয়েছে, তারা এসএসসি পরীক্ষা প্রতিরোধ নয় বর্জন করেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বিহীন পরীক্ষকদের বাদ দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষক আন্দোলন ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ধর্মঘটরত শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।